বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
BANGLADESH MAHILA PARISHAD
SUFIA KAMAL BHABAN
10/B/1, SEGUN BAGICHA, DHAKA-1000
Phone 9582182, Fax 9563529, website: www.mahilaparishad.org
E-mail: info@mahilaparishad.org, mparishad@gmail.com
NGOs in consultative status with the Economic and Social Council [ECOSOC] of the United Nations

Reg. No.Dha-0462

তারিখঃ ৩০.১০.২০২২

বরাবর
বার্তা সম্পাদক সমীপে
দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেল
সংবাদ প্রকাশ ও সংবাদ প্রচারার্থে।

বিষয়ঃ ১। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার নলপাথর এলাকায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ২। নেত্রকোনা জেলার কমলাকান্দা উপজেলার সালেঙ্গা গ্রামে এক গার্মেন্টসকর্মীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাসমূহে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি।

অদ্য ৩০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যমে জানা যায় যে-

১। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার নলপাথর এলাকায় একটি আবাসিক প্রকল্পের নির্জন স্থানে নিয়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, নির্যাতনের শিকার কিশোরীর বাড়ি রূপগঞ্জ উপজেলার আতলাপুরে। সম্প্রতি বাড়ৈপাড়ার হৃদয় নামের একটি যুবকের সাথে মোবাইল ফোনে তাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ২৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ হৃদয় ঐ কিশোরীকে বিয়ের কথা বলে তাকে নলপাথর এলাকায় ডেকে এনে একটি আবাসিক প্রকল্পের ভিতর নির্জন কাশবনে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে তার সাথে থাকা সহযোগীরাও অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে কিশোরীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। স্থানীয় লোকজন মেয়েটিকে পড়ে থাকতে দেখলে তারা ৯৯৯ নম্বরে কল করলে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।

২। নেত্রকোনা জেলার কমলাকান্দা উপজেলার সালেঙ্গা গ্রামে এক গার্মেন্টসকর্মীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, নির্যাতনের শিকার গার্মেন্টসকর্মীর বাড়ি ভোলা সদর উপজেলায়। তিনি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার মাস্টারবাড়ি এলাকার একটি গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি করেন। গত ২৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ কমলাকান্দা উপজেলার কুতিগাঁাও গ্রামে তার বান্ধবীর ছোট বোনের বিয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। ভালুকা থেকে রাতের একটি নৈশকোচে তিনি পাবই মোড়ে নামেন। সালেঙ্গা গ্রামে বান্ধবীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপেল মিয়া ও চান মিয়া নামে স্থানীয় দুই ব্যক্তির সহযোগীতা চান। তখন আপেল মিয়া তাকে বান্ধবীর বাড়িতে না নিয়ে কৌশলে তার ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে খুনের ভয়ভীতি দেখিয়ে ৬-৭ জন মিলে তাকে পালাক্রমে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী ও কন্যা-শিশুদের প্রতি দলবদ্ধ ধর্ষণের অব্যাহত ঘটনাসমূহে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। সংঘটিত এসব ঘটনা নারীর স্বাভাবিক জীবন-যাপন, স্বাধীন চলাচল ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলেছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই অবস্থা থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণে আশু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী ও কন্যাশিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানাচ্ছে। সেই সাথে নির্যাতনের শিকার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণেরও দাবি জানাচ্ছে। এ ধরণের ঘটনা পুনরাবৃত্তিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন-

ডা. ফওজিয়া মোসলেম
সভাপতি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

মালেকা বানু
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ